৫।৭ অধ্যায়ে উক্ত—এই দুইটি গদ্যের শ্রীধরস্বামীপাদ কৃত টীকার অর্থ এই যে—সেই শ্রীভরত মহাশয় যে সকল যজ্ঞ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই সকল যজ্ঞের অঙ্গক্রিয়া যে সকল চক্ষু প্রভৃতিতে ধ্যান করিতেন, তাহাতে যে অপূর্ব্ব উৎপন্ন হয়, সেই অপূর্ব্ব অর্থাৎ ফল শ্রীভগবান বাসুদেবেই ভাবনা করিতেন। সেই যজমান ভরত মহাশয় যজ্ঞের ভাগ-গ্রাহী যে সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাসকলকেও পুরুষ বাসুদেবের অবয়বে অর্থাৎ চক্ষু প্রভৃতিতে ধ্যান করিতেন। শ্রীবাসুদেব হইতে সূর্য্যাদি দেবগণকে পৃথকরূপে ভাবনা করিতেন না। কর্ম্ম মীমাংসক বলেন—অপূর্ব্ব (কর্ম্ম-ফল) দুইটি পক্ষ অবলম্বনে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইক্ষণ অপূর্ব্ব কাহাকে বলে—তাহারই পরিচয় করিতেছেন। এখনই সূক্ষ্মরূপে উৎপন্ন কর্ম্ম-ফলই অপূর্ব্ব অথবা কালান্তরে ফলোৎপাদিকা কর্ম্মশক্তিই অপূর্ব্ব। এই জন্য উল্লেখ আছে—যে যজ্ঞ হইতে ফল উৎপন্ন হয়, সেই ফলোৎপত্তিও কর্ম্মশক্তির দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। অথবা সূক্ষ্মশক্ত্যাত্মক ফলই উৎপন্ন হয় তাই—

যাগাদেব ফলং তদ্ধি শক্তিদ্বারেণ সিদ্ধ্যতি।
সূক্ষ্মশক্ত্যাত্মকং বাপি ফলমেবোপজায়তে॥

কোথাও বা উল্লেখ আছে—ক্রিয়াজনিত ফলেরই অপর নাম ধর্ম্ম। এইক্ষণ প্রশ্ন এই যে—যদি কর্ম্মের আদি দেবতা কর্ম্মপ্রধান বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে অপূর্ব্ব অর্থাৎ ফল কর্ত্তৃনিষ্ঠ হইয়া পড়ে। এইজন্য উক্ত হইয়াছে যে—

কর্ম্মভ্যঃ প্রাগযোগস্য ক ◌ণঃ পুরুষস্য বা।
যোগ্যতা শাস্ত্রগম্যা যা পরা সা পূর্ব্বমিষ্যতি॥

এইক্ষণ বিচার এই যে, দেবতাপ্রধান কর্ম্ম কিন্তু দেবতা আরাধনের জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তাহা হইলে দেবতা আরাধনার উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত কর্ম্মের দেবতা প্রসন্নতাতেই তাৎপর্য্য থাকা জন্য ফলটি দেবতাশ্রয় হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বে অযোগ অর্থাৎ প্রোক্ষণাদি অপূর্ব্বেরই ব্রীহি প্রভৃতিরই অর্থাৎ যব প্রভৃতির আশ্রয়ত্ব। অতএব কেমন করিয়া অপূর্ব্ব অর্থাৎ ক্রিয়াফল বাসুদেব-আশ্রয়রূপে ভাবনা করিতেন? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—যদি ক্রিয়াফল কর্ত্তৃনিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে বাসুদেবই অন্তর্য্যামীরূপে কর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিয়া অর্থাৎ কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি দান করেন বলিয়া তিনিই মুখ্য কর্ত্তা। অতএব বাসুদেবাশ্রয় ক্রিয়াফল। কিন্তু বাসুদেব কর্ত্তৃক প্রযোজ্য অর্থাৎ বাসুদেব কর্ত্তৃক নিয়োজিত যজমান আশ্রয়